কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ

কার্য প্রতিবেদন

জানুয়ারি ২০২৩ - ডিসেম্বর ২০২৩

COUNCIL OF MINORITIES

১/৭, ব্লক-এফ, ১/৭, আজিজ মহল্লা, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল নং : ০১৯১১-৪৭৯০৭৩
ই-মেইলঃ **khalid.aygusc@gmail.com**, ওয়েবঃ **www.com-bd.org**

কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ

কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ বাংলাদেশের বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে কর্মরত একটি মানবাধিকার সংগঠন। এটি ২০১৩ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা ক্যাম্পে অবস্থিত উর্দূভাষী জনগোষ্ঠীর মেলিক মানবাধিকার সুরক্ষার কাজ করছে। সংগঠনটি আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিনড়ব স্থানের ক্যাম্পবাসীদের জন্মসনদ, মৃত্যুসনদ, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ট্রেড লাইসেন্স, কমিশনার সার্টিফিকেট, ব্যাংক একাউন্ট ও থানায় সাধাণ ডায়েরি ইত্যাদি বিষয়ে সেচতনতা সৃষ্টি ও সেবাসমূহ পেতে জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করে আসছে।

এছাড়াও, প্রতি বছর সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করে আসছে। সংখ্যালঘু যুব সম্প্রদায়কে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষে কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ প্রতি বছর যুব সামিটেরও আয়োজন করে থাকে।

কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ' একটি মানবাধিকার সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ও স্বদেশীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়। বাংলাদেশে আধিবাসি সম্প্রদায়, ধর্মীয় সম্প্রদায়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু সহ মোট ২৫টি উপজাতি বাংলাদেশে থাকে এবং বাংলাদেশ জাতিগত রাষ্ট্র নয় । সংখ্যগরিষ্ঠতার দিক থেকে বাংলাদেশ একটি মুসলিম ও বাঙ্গালী জাতির দেশ, যেখানে অন্যান্য ধর্মীয় ও অবাঙ্গালীরা সর্বদা বাংলদেশে একটু চাপের মধ্যে থাকে।

সঠিক নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি ব্যতীত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু অধিকারগুলির সামগ্রিক বিকাশে কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

ভিশন

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভাষা সংরক্ষণ, শিক্ষা ও দক্ষতার বিকাশ শক্তিশালীকরণ এবং নারী ও আইনী ক্ষমতায়ন প্রচারের জন্য মানবাধিকার প্রবর্তন।

মিশন

একটি শান্তিপূর্ণ, দারিদ্র্য এবং সহিংসতা মুক্ত বিশ্ব যেখানে বিশেষ করে সংখ্যালঘু, ক্ষমতাহীন ও প্রান্তিক, মর্যাদা ও আশা সহকারে বেঁচে থাকতে সমান সুযোগ পাবে।

সম্পাদিত কার্যাবলি

জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর, ২০২৩

আল-ফালাহ বাংলাদেশ ও কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-
এর অংশীদারীত্ব-
প্রকল্প: Empowering Linguistic Minorities to Become an Active Citizen of Bangladesh'(ELMBACB)

ফেব্রুয়ারি ১-২, ২০২৩

সিবিও লিডারশিপ ট্রেনিং-২০২৩

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

ট্রেনিং ওয়ার্কশপ অন এ্যাডভোকেসি, চাইল্ড রাইটস এন্ড হিউম্যান রাইটস ২০২৩

অক্টোবর ৩-৫, ২০২৩

ন্যাশনাল অ্যানুয়াল মাইনোরিটি ইউথ লিড্যারশিপ সাম্মিট-২০২৩

এপ্রিল ১৬, ২০২৩

আসন্ন ২০২৩-২৪ সালের জাতীয় বাজেটে ক্যাম্পে বসবাসকারী বিহারী উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের জীবন যাত্রার মান্নয়নের জন্যে বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গে
মাননীয় অর্থমন্ত্রী বরাবর চিঠি প্রেরণ

অক্টোবর ৩০, ২০২৩

ন্যাশনাল সেমিনার অন রিহ্যাবিলিটিশান রোড ম্যাপ অফ দ্যা উর্দুস্পিকিং বাংলাদেশীস-২০২৩

অক্টোবর ৩১, ২০২৩

ওয়ার্কশপ অন এ্যাডভোকেসি, স্ট্রাটিজি এন্ড এ্যাডভোকেসি রোড ম্যাপ-২০২৩

ডিসেম্বর ২৭, ২০২৩

কন্সালটেন্সি অন ন্যাশনাল বাজেট ২০২৪-২৩ এন্ড ইনক্লুশান অফ বিহারী উর্দুস্পিকিং বাংলাদেশীস -২০২৩

আল-ফালাহ বাংলাদেশ ও কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ-এর অংশীদারীত্ব-
প্রকল্প: Empowering Linguistic Minorities to Become an Active Citizen of Bangladesh (ELMBACB)

প্রকল্পের নাম → বাংলাদেশের ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল → জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ কার্য-প্রতিবেদন (জুন ২০২৩ হতে মে ২০২৪ চলমান)

কর্ম এলাকা → ঢাকা (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর), চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সৈয়দপুর, খুলনা

কার্যক্রমসমূহ →

- নাগরিক সনদ যেমন;- জন্ম সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, কমিশনার সার্টিফিকেট, মৃত্যু সনদ ইত্যাদি তৈরীতে সহায়তা।
- সামাজিক সেবা যমন;- ব্যাংক হিসাব, শিক্ষায় সহযোগিতা, স্বাস্থ্য সেবা, ট্রেড লাইসেন্স, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি তৈরীতে সহায়তা।
- নাগরিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দৈনিক আউটরিচ।
- প্যারালিগ্যাল কর্তৃক উপকারভোগীদের ফলো-আপ।
- দলীয় সভা মাধ্যমে নাগরিকত্ব এবং সামাজিক সেবা ও অধিকার সম্পর্কিত সচেতনা সৃষ্টি।
- ওর্য়াকশপের মাধ্যমে হাতে-কলমে নাগরিকত্ব ও সামাজিক সনদ তৈরীর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
- ডক্যুমেন্টরি ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব এবং সামাজিক সেবা ও অধিকার সম্পর্কিত সচেতনা সৃষ্টি।

প্রকল্পের লক্ষ্য

উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে নাগরিক অধিকার, সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জাতীয় পরিচয়পত্রের উপকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি।

উদ্দেশ্যসমূহ

উদ্দেশ্য ১ : বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর যুবক-যুবতীর মধ্যে প্যারালিগ্যাল গঠনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে নাগরিক অধিকার এবং সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা।

উদ্দেশ্য ২ : প্যারালিগ্যাল কার্যক্রমের মাধ্যমে ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্ব, উপকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা।

সুবিধাভোগী → বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী

প্রকল্পের কার্যবিবরণী

এই প্রকল্পে বিভিন্ন ক্যম্পে বসবাসকারী ১৪ জন উর্দুভাষী যুবক-যুবতীদেরকে ৩ দিনের বেসিক প্যারালিগাল ট্রেনিং প্রদান করা হয় কমিউনিটি মবিলাইজার তৈরী করা হয়। উক্ত ট্রেনিং-এ মানবাধিকার ও সু-নাগরিকের দায়িত্ব র্কতব্য সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য প্যারালিগালদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । এর সাথে সাথে সিভিল ডকুমেন্টস্ যথাক্রমে জন্ম সনদ, কমিশনার সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, ট্রেড লাইসেন্স ও জাতীয় পরিচয়পত্র সম্পর্কিত আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হল ক্যাম্পবাসীর মধ্যে উক্ত বিষয় সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি করা । এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫টি জেলা শহরে যথাক্রমে মোহাম্মদপুর, মিরপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের ক্যাম্পগুলোতে ১৪ জন কমিউনিটি মবিলাইজার কাজ করছেন ।

মূল তথ্য এবং পরিসংখ্যান- জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩

সম্পাদিত কার্য - ২,৬৬২ জনকে সেবা প্রদান (চলমান)

১,১২০	৩৫৬	২০৭	৭৫	৩১	৩১	০২	১৯	৩৮১	১০৮	১০৩	০১	২০৪	১৩	৬	০১
জন্ম সনদ	কমিশনার সার্টিফিকেট	জাতীয় পরিচয়পত্র	পাসপোর্ট	ট্রেড লাইসেন্স	ব্যাংক হিসাব	মৃত্যু সনদ	সাধারণ ডায়েরী	সাস্থ্য সেবা	শিক্ষায় সহযোগিতা	বয়স্ক ভাতা	হলফ নামা ও ওয়ারিশ সার্টিফিকেট	কোভিড-১৯ টিকা	মাতৃত্বকাল ভাতা	বিবাহ সনদ	প্রতিবন্ধী ভাতা

জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ চলমান নাগরিক কার্যাবলী কার্যাবলি

এলাকা	জন্ম সনদ		কমিশনার সার্টিফিকেট	জাতীয় পরিচয়পত্র		পাসপোর্ট		জি ডি	মৃত্যু সনদ	মোট
	অনুর্ধে ১৪	উর্ধে ১৪		নতুন	সংশোধন	নতুন	সংশোধন			
মোহাম্মদপুর	২২০	১৫৪	৮৮	১৭	১	০	০	১	০	৪৮১
মিরপুর	১২০	৭৩	১৩২	৩৭	২২	৫৩	৯	১২	১	৪৫৯
সৈয়দপুর	১৩০	১০০	৩৯	১	৩	৪	০	৫	১	২৮৩
চট্টগ্রাম	১১০	৭২	২৭	৭০	৫৬	৪	০	০	০	৩৩৯
ময়মনসিংহ	৭০	২৯	৩৩	০	০	০	০	০	০	১৩২
খুলনা	৩৭	৫	৩৭	০	০	৫	০	১	০	৮৫
মোট	৬৮৭	৪৩৩	৩৫৬	১২৫	৮২	৬৬	৯	১৯	২	১৭৭৯

জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ চলমান সামাজিক কার্যাবলী কার্যাবলি

স্থান	বয়স্ক ভাতা	প্রতিবন্ধী ভাতা	ব্যাংক হিসাব	ট্রেড লাইসেন্স		স্বাস্থ্য সেবা	শিক্ষায় সহযোগিতা	হলফ নামা	ওয়ারিশ সার্টিফিকেট	কোভিড-১৯ টিকা	মাতৃত্বকাল ভাতা	বিবাহ সনদ	মোট
ঢাকা				নতুন	রিনিউ								
মোহাম্মদপুর	১০৩	১	২	৫	৫	৬৩	০	০	০	০	০	০	১৭৯
মিরপুর	০	০	১	২	০	১০৪	২৩	০	০	১২৭	০	২	২৫৯
সৈয়দপুর	০	০	৯	১	০	১২	২৫	১	২	৭	১৩	০	৭০
চট্টগ্রাম	০	০	১	১০	০	৪৫	৪৮	০	২	৭০	০	০	১৭৬
ময়মনসিংহ	০	০	২	৭	০	১৭	০	০	০	০	০	৪	৩০
খুলনা	০	০	১৬	১	০	১৪০	১২	০	০	০	০	০	১৬৯
মোট	১০৩	১	৩১	২৬	৫	৩৮১	১০৮	১	৪	২০৪	১৩	৬	৮৮৩

জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ চলমান সম্পাদিত কার্যাবলি

কমিউনিটি মবিলাইজারগণ বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসরত উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের জন্ম ও মৃত্যুর সনদপত্র, কাউন্সিলর সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, ট্রেড লাইসেন্স, থানায় সাধারণ ডায়েরি, ব্যাংক হিসাব খোলা, স্বাস্থ্য সেবায় সহায়তা, শিক্ষায় সহায়তা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ওয়ারিস সনদপত্র, কোভি-১৯ টিকাদান মতো নাগরিক ও সামাজিক দলিল অর্জনে ক্যাম্পবাসিদের সহায়তা করছে ও উক্তসনদ গুলো কিভাবে পেতে হবে সেই প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে।

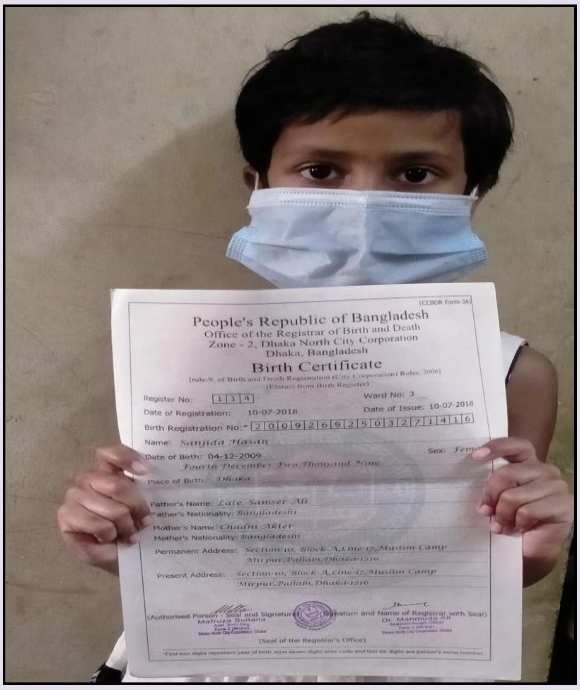

নাগরিক দলিলগুলির কেইস-স্টাডি

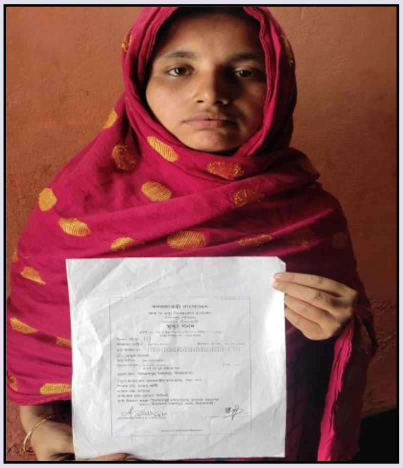

নাম: নাসিমা
ঠিকানা: চামড়াগুদাম ক্যাম্প, সৈয়দপুর।
মোবাইল: ০১৯৪৫৮৬৮৫৯৯

সম্পাদিত কার্য: জন্ম সনদ, কাউন্সিলারের প্রত্যয়নপত্র, মৃত্যু সনদ, কবরস্থান সার্টিফিকেট, হাসপাতালের প্রত্যয়নপত্র ও ওয়ারিশনামা

প্যারালিগ্যাল: মো: রুবেল

মৃত: নাসিমা বেগম (২০) সৈয়দপুর চামড়াগুদাম ক্যাম্পের একজন নিবাসী ছিলেন। ১.৫ বছর আগে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে মারা যান। সৈয়দপুরের প্যারালিগ্যাল মো: রুবেল দৈনিক আউটরিচে মৃত: নাসিমা বেগমের বাসায় যান। মো: রুবেল কিভাবে ক্যাম্পে বসবাসকারীদের প্যারালিগ্যালে সহায়তা দিয়ে থাকেন সেগুলো নাসিমার পরিবারকে জানান। নাসিমার পরিবার প্যারালিগ্যাল রুবেলকে জানান যে নাসিমার নামে একটি বীমা করা ছিলো। নাসিমার মৃত্যুর পরে তাদের পরিবার বীমার টাকা নিতে গেলে বীমা কোম্পানী তাদের কাছে বিভিন্ন ডক্যুমেন্ট চায়। কিন্তু নাসিমার পরিবার জানতো না যে কিভাবে এই সকল ডক্যুমেন্ট পাওয়া যাবে। বীমা কোম্পানের লোকজনও তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে হয়রানি করছিলো এবং তাদেরকে কোনো প্রকার সহায়তা করছিলোনা। তারা বেশ কয়েকবার সেখানে যায় এবং তাদের সাহায্য চায় কিন্তু তারা সেখান থেকে বার বার হতাশ হয়ে ফিরে আসে। এভাবে প্রায় একবছর কেটে যায় কিন্তু নাসিমার বীমার টাকা তার পরিবার তুলতে পারছিলোনা।

প্যারালিগ্যাল রুবেল নাসিমার পরিবারকে সাথে নিয়ে বীমা কোম্পানীতে যান এবং সেখানের অফিস কর্মর্কতার কাছ থেকে যে সকল ডক্যুমেন্ট প্রয়োজন সেগুলোর তালিকা নেন। বীমা কোম্পানী তাকে জানায় নাসিমার টাকা তুলতে ওয়ারিশনামা ও মৃত্যু সনদ প্রয়োজন। নাসিমার মৃত্যুসনদ ও ওয়ারিশনামা তুলতে জন্ম সনদ, কাউন্সিলারের প্রত্যয়নপত্র, কবরস্থান সার্টিফিকেট ও হাসপাতালের প্রত্যয়নপত্র প্রয়োজন। প্যারালিগ্যাল রুবেল নাসিমার জন্ম সনদ, কাউন্সিলারের প্রত্যয়নপত্র, কবরস্থান সার্টিফিকেট ও হাসপাতালের প্রত্যয়নপত্র তুলেন এবং সেগুলো নিয়ে পৌরসভার অফিস থেকে ওয়ারিশনামা ও মৃত্যু সনদের আবেদন করেন।

যথাযথ ভাবে সময়মত মৃত্যুসনদ ও ওয়ারিশনামা পাওয়া যায়। প্যারালিগ্যাল রুবেল নাসিমার মা ও ভাইকে নিয়ে বীমা অফিসে যান এবং সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন টাকা তোলাত আবেদন দাখিল করেন। ১ সপ্তাহ পরে বীমা অফিসে ডেকে নাসিমার পরিবারকে ডেকে বীমার টাকা হস্তান্তর করে।

নাসিমার বীমার টাকা তার পরিবার পেয়ে অনেক খুশি হয় এবং তারা জানায় যে যদি প্যারালিগ্যাল তাদের কাছে না যতো তাহলে হয়তো তারা এই টাকা কোনো ভাবে তুলতে পারতো না। তারা প্যারালিগ্যাল কার্যমক্রমে অনেক সন্তুষ্ট এবং তারা তাদের পরিচিত লোকজনদের এমন ধরণে কাজের জন্যের প্যারালিগ্যাল সেন্টারে নিয়ে যান।

জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ দলীয় সভা

ঢাকার - (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর),খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের কর্ম এলাকায় উক্ত চলমান প্রকল্পের এখন পর্যন্ত মোট ৭০৫ টি দলীয় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় মোট ১০,৫৭৫ জন ক্যাম্পবাসী অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে পুরুষ **১৯৫** জন, নারী ৭,১০০ জন, বালক ৮২৫ জন ও বালিকা ২,৪৫৫ জন । সভায় নাগরিকের অধিকার ও সুনাগরিকের দায়িত্ব্য কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়, কমিশনার সার্টিফিকেট,জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বাল্য বিবাহ।সাধারণ আইন যেমনঃ জিডি, দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেইস,পিটিশন কেইস এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্বও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে ক্যাম্পবাসীদের অবহিত করা হয়।

স্থান	সংখ্যা	উপকারভোগী				
		পুরুষ	নারী	বালক	বালিকা	মোট
মোহাম্মদপুর	১৫৫	০	১৫৮৫	১৬০	৫৮০	**২৩২৫**
মিরপুর	২০০	০	২১৯৫	১৬০	৬৪৫	**৩০০০**
সৈয়দপুর	১০০	১১০	৭২৫	১০৫	৩২০	**১২৬০**
চট্টগ্রাম	১৫০	৬০	১১৯০	২৩০	৫৩০	**২০১০**
ময়মনসিংহ	৫০	১০	৫০০	৮০	১৬০	**৭৫০**
খুলনা	৫০	১৫	৯০৫	৯০	২২০	**১২৩০**
মোট	**৭০৫**	**১৯৫**	**৭১০০**	**৮২৫**	**২৪৫৫**	**১০৫৭৫**

দলীয় সভায় অংশগ্রহণকারী ক্যাম্পবাসীদের মতামত ও প্রত্যাশা

ছয়টি কর্ম এলাকা যথাক্রমে ঢাকা(মোহাম্মদপুর ও মিরপুর), চট্টগ্রাম, খুলনা, সৈয়দপুর ও ময়মনসিংহে দলীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্যারালিগ্যালগণ ক্যাম্পবাসীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা উন্নয়নের জন্যে যে সকল বিষয়মূহ গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো সম্পর্কে মতামত ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যা সার-সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- ক্যাম্পবাসীদের জন্যে পরিষ্কার খাবারের পানির ব্যবস্থা ।
- ক্যাম্পে যথাযথ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই। ভালো পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকলে রোগ জীবানু থেকে প্রতিকার পাওয়া যাবে।
- ক্যাম্পে বসবাসকারীদের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই ও সরকারী কোনো প্রকার সহায়তা ও নাই। সরকারের পক্ষ থেকে যদি কোনো প্রকার সহায়তা পাওয়া যেত শিক্ষা ক্ষেত্রে তাহলে অনেক সুবিধা হতো।
- স্বাস্থ খাতে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কোনো কমিউনিটি ক্লিনিক নাই। ক্যাম্পবাসীদের জন্যে যদি কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা যেতো তাহলে ক্যাম্পের অভ্যন্তরে তারা সুচিকিৎসার সুযোগ পেয়ে উপকারিত হতো।
- কিছু অসাধু ব্যক্তিরা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার জন্যে মাদকসহ বিভিন্ন সমাজ বিরোধী কর্মকান্ড ক্যাম্পের অভ্যন্তরে চালিয়ে ক্যাম্পের সুনাম ক্ষুন্ন করে তাদের হাত থেকে ক্যাম্পবাসীদের রক্ষা করাও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা।
- ভাষাগত কারণে সমাজের বিভিন্ন জায়গায় বৈষম্যের শিকার হতে হয়। সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার মাধ্যমে যদি এই বৈষম্য কমিয়ে আনা যায় তাহলে সমাজে ক্যাম্পে বসবাসকারীদের কেউ ক্ষীণ চোখে দেখবে না।
- ক্যাম্পবাসীদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা
- ক্যাম্পের অভ্যন্তরে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নত করা
- ক্যাম্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- ক্যাম্পের বেকার যুবকদের তাদের দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে চাকরির সুযোগ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া
- ক্যাম্পের বেকার যুবতী ও মহিলাদের জন্যে বিভিন্ন কারিগরি ও হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
- ক্যাম্পবাসীদের সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করা

জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ এ্যাডভোকেসি মিটিং

ঢাকার - (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর),খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের কর্ম এলাকায় উক্ত প্রকল্পের একবছরের মধ্যে মোট **৩৬** টি এ্যাডভোকেসি মিটিং আয়োজন করা হয়। উক্ত এ্যাডভোকেসি মিটিং-এ মোট **৭২০** জন ক্যাম্পবাসী অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে পুরুষ **৭৬** জন, নারী **৪২৯** জন, বালক **৮৩** জন ও বালিকা **১৩২** জন । উক্ত এ্যাডভোকেসি মিটিং এর মাধ্যমে ক্যাম্পে বসবাসকারী ভাষাগত সংখ্যালঘু বাংলাদেশী জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং একজন সুনাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ও জন্মসনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও অন্যান্য নাগরিক সনদপত্রের উপকারিতা ও ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হবেন এবং বিভিন্ন জেলার সরকারি কর্মকর্তাগণ ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হবেন। এই সকল দলিল প্রস্তুত করার নিয়মাবলী সম্পর্কে অবগত হবেন যাতে নিজের এবং অন্যদেরকে যাবতীয় দলিল প্রস্তুতে সহায়তা করতে পারেন।

স্থান	সংখ্যা	উপকারভোগী				
		পুরুষ	নারী	বালক	বালিকা	মোট
মোহাম্মদপুর	৬	১০	৭০	১৮	২২	১২০
মিরপুর	৬	৬	৮৫	১১	১৮	১২০
সৈয়দপুর	৬	২০	৬১	১৭	২২	১২০
চট্টগ্রাম	৬	২৩	৫০	২২	২৫	১২০
ময়মনসিংহ	৬	১৩	৮১	১০	১৬	১২০
খুলনা	৬	৪	৮২	৫	২৯	১২০
মোট	৩৬	৭৬	৪২৯	৮৩	১৩২	৭২০

জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ ওয়ার্কশপ

ঢাকার - (মোহাম্মদপুর ও মিরপুর),খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম এবং সৈয়দপুরের কর্ম এলাকায় উক্ত প্রকল্পের একবছরের মধ্যে মোট ৪৮ টি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে মোট ৪৮০ জন ক্যাম্পবাসী অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে নারী ৪৮০ জন, বালক ১৯৭ জন ও বালিকা ৩০১ জন । ওয়ার্কশপে নাগরিকের অধিকার ও সুনাগরিকের দায়িত্ব্য কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়, কমিশনার সার্টিফিকেট,জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, বাল্য বিবাহ।সাধারণ আইন যেমন: জিডি, দেওয়ানী মামলা, ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেইস,পিটিশন কেইস এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের গুরুত্বও ইহার ব্যবহার সম্পর্কে ক্যাম্পবাসীদের অবহিত করা হয় এবং উক্ত দলিলসমূহ বানানোর সমস্ত প্রক্রিয়া তাদেরকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

স্থান	সংখ্যা	উপকারভোগী			
		নারী	বালক	বালিকা	মোট
মোহাম্মদপুর	৮	৮০	২৫	৫৫	১৬০
মিরপুর	৮	৮০	২২	৫৮	১৬০
সৈয়দপুর	৮	৮০	৩৪	৪৬	১৬০
চট্টগ্রাম	৮	৮০	৩৪	৪৬	১৬০
ময়মনসিংহ	৮	৮০	২৯	৫১	১৬০
খুলনা	৮	৮০	৩৫	৪৫	১৬০
মোট	৪৮	৪৮০	১৭৯	৩০১	৯৬০

প্যারালিগ্যাল কর্তৃক ক্লাইন্ট ফলো-আপ

➢ প্রত্যেক প্যারালিগ্যাল মাসে ২ টি করে ক্লাইন্ট ফলো-আপ করে থাকেন। উক্ত ফলো-আপে ক্লাইন্ট প্রাপ্ত সনদ কি কাজে ব্যবহার করেছেন এবং কি উপকার পেয়েছেন সে সম্পর্কে ধারণা নেন। উক্ত সনদ পাওয়ার প্রক্রিয়া ক্লাইন্ট কতটুকু শিখতে পারলেন এবং প্রক্রিয়া শেখার পরে কাউকে উক্ত দলিল পাইতে দিতে সহযোগিতা করলেন কিনা সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন।

স্থান	ক্লাইন্ট ফলো-আপ			
	প্যারালিগ্যালের সংখ্যা	ফলো-আপের সংখ্যা প্যারালিগ্যাল প্রতি	মোট মাস	মোট ফলো-আপ
মোহাম্মদপুর	৩ জন	১	১২	৩৬ টি
মিরপুর	৪ জন	১	১২	৪৮ টি
সৈয়দপুর	২ জন	১	১২	২৪ টি
চট্টগ্রাম	৩ জন	১	১২	৩৬ টি
ময়মনসিংহ	১ জন	১	১২	১২ টি
খুলনা	১ জন	১	১২	১২ টি
মোট	১৪ জন			১৯৬ টি

সিবিও লিডারশিপ ট্রেনিং-২০২৩
ফেব্রুয়ারি ১-২, ২০২৩

ফেব্রুয়ারি ১-২, ২০২৩ তারিখে দিন ব্যাপী সিবিও লিডারশিপ ট্রেনিং আয়োজন করা হয়। উক্ত ট্রেনিং-এ বাংলাদেশের ঢাকা, সৈয়দপুর, বগুড়া, চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ ও আদমজী হতে ২২ জন ক্যাম্পে বসবাসকারী যুবক-যুবতী অংশগ্রহন করে। ২ দিন ব্যাপী ট্রেনিং-এ তাদেরকে ২০০৩ ও ২০০৮ সালের হাই-কোর্টের রায়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ভাবে এ্যাডভোকসি করার কৌশল, মেমোরেন্ডাম ও প্রেস রিসিল লেখার কৌশল, PAR ও RTI-সম্পর্কে আলোচনা এবং পাবলিক স্পিকিং স্কিল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ট্রেনিং পরিচালনায় সহয়তা করেন কাউন্সিল অফ মাইনোরিটিজ এর প্রধান নির্বাহী এ্যাডভোকেট খালিদ হোসেন, ইন্সটিটিউট অব ওয়েলবিং এর প্রধান নির্বাহী ডেব্রা এফ্রোয়েমসন, রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ বাংলাদেশের এ্যাডভোকেট রুহী নাজ।

ট্রেনিং ওয়ার্কশপ অন এ্যাডভোকেসি, চাইল্ড রাইটস এন্ড হিউম্যান রাইটস, সেপ্টেম্বর, ২০২৩

সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এ ঢাকা, সৈয়দপুর এবং বগুড়াতে ১৫ জন করে ক্যাম্পে বসবাসকারী যুবক-যুবতীদেরকে নিয়ে ট্রেনিং ওয়ার্কশপ অন এ্যাডভোকেসি, চাইল্ড রাইটস এন্ড হিউম্যান রাইটস -শীষর্ক তিনটি পৃথক এ্যাডভোকেসি মিটিং আয়োজন করা হয়। উক্ত ট্রেনিং ওয়ার্কশপ অন এ্যাডভোকেসি, চাইল্ড রাইটস এন্ড হিউম্যান রাইটস -এ এ্যাডভোকসি পরিচালনা করার কৌশল, শিশু অধিকার এবং মানবাধিকার নিয়ে বিস্তার ভাবে আলোচনা করা হয় এবং এই সকল অধিকার নিশ্চিত করার যাবতীয় কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

ন্যাশনাল অ্যানুয়াল মাইনোরিটি ইউথ লিড্যারশিপ সাম্মিট-২০২৩

(৩ হতে ৫ অক্টোবর, ২০২৩)

ভেন্যু: চিলেকোঠা লিমিটেড, লালমাটিয়া ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আগারগাঁও

কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ গত ০৩ শে অক্টোবর হতে ০৫ শে অক্টোবর, ২০২১ সালে ৩ দিন ব্যাপী **ন্যাশনাল অ্যানুয়াল মাইনোরিটি ইউথ লিড্যারশিপ সাম্মিট-২০২৩** চিলেকোঠা লিমিটেড, লালমাটিয়া ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, আগারগাঁও-এ সফলভাবে আয়োজন করে। ১৪টি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মোট ৩৮ জন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবক-যুবতী এই বছর সাম্মিটে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে সূচনা বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ-এর প্রধান নির্বাহী খালিদ হোসেন। সম্মেলনে ব্লাস্ট এর এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম, ইন্সটিটিউট অব ওয়েলবিং টিম, নেপাল হতে চেত নারায়ান, ইউ এন এইচ সি আর-এর ফাহমিদা করিম, আমির হামজা, রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ বাংলাদেশ-এর রুহী নাজ সাম্মিটে ২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে। সাম্মিটের শেষ দিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সকল অংশগ্রহণকারীকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং চেতনার ধারণা দেয়া হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেফটি এন্ড রাইটস-এর প্রধান নির্বাহী সিকান্দার আলী মিনা। প্রধান অতিথি অংশগ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট বিতরণের মাধ্যমে সাম্মিট-২০২৩ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

- **সাম্মিটের ৪৪ জন অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন- হিজড়া, বিহারী, রবিদাস, ওরাওঁ, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, তঞ্চঙ্গ্যা, দলিত, সাদ্রী, এলজিবিটিকিউ, খুমি এবং তেলেগু সম্প্রদায়ের।**

আলোচনার বিষয়সমূহ

- জাতিসংঘ এবং এর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা
- ব্যক্তিগত দক্ষতা বিকাশ এবং উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা
- একজন নেতার নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পর্কে ধারণা
- ভূমি অধিকার সম্পর্কে ধারণা
- আইনের উৎপত্তি, উৎস ও দর্শন বর্ণনা করতে পারবে
- অধিকারের স্বীকৃতি, সুরক্ষা এবং পরিপূর্ণতা
- অধিকার এবং মানবাধিকার
- মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলি
- UDHR কে মৌলিক অধিকার এবং ন্যায়বিচার ন্যায়বিচারের সাথে সম্পর্কিত করা
- জেন্ডার এবং সেক্স এর মধ্যে পার্থক্য
- লিঙ্গ বিভাজন শ্রমের প্রধান কারণগুলি
- শ্রমের প্রচলিত লিঙ্গ-ভিত্তিক বিভাজননের অসমতা
- সম্প্রদায়ের প্রয়োজন বোঝা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া

আসন্ন ২০২৩-২৪ সালের জাতীয় বাজেটে ক্যাম্পে বসবাসকারী উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের জীবন যাত্রার মান্নয়নের জন্যে বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বরাবর চিঠি প্রেরণ

(এপ্রিল ১৬, ২০২৩)

COM
COUNCIL OF MINORITIES

এপ্রিল ১৬, ২০২৩

বরাবর
আ হ ম মুস্তফা কামাল
মাননীয় অর্থমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: আসন্ন ২০২৩-২৪ সালের জাতীয় বাজেটে ক্যাম্পে বসবাসকারী বিহারী উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের জীবন যাত্রার মান্নয়নের জন্যে বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী

কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ (Council of Minorities) -এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানবেন!

আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ (Council of Minorities) - সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অ-মুনাফাভোগী প্রতিষ্ঠান। প্রায়, দীর্ঘ ৫০ বছর যাবত ১১৬ টি ক্যাম্পে উর্দুভাষী বাংলাদেশীরা বসবাস করে আসছে। ২০০৮ সালের মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী তাদেরকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং তাদেরকে উর্দুভাষী বাংলাদেশী নামে রায়ে নতুন পরিচিতি দেয়া হয়। উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর তরুণ প্রজন্ম মনে-প্রাণে এ দেশের আলো বাতাসের সাথে মিশে আছে এবং নিজেদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করে। এই জনগোষ্ঠী দিন মজুরী, হস্তশিল্প, নর-সুন্দর, কসাই প্রভৃতি কাজে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কঠোর পরিশ্রম করে শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবিকা নির্বাহী করছে।

দীর্ঘ ৫০ বছর যাবত তারা ক্যাম্পে জনাকীর্ণ ভাবে জীবনযাপন করে আসছে এবং প্রতি নিয়তিই আবাসন সমস্যায় ভুগছে। ক্যাম্পেসমূহের পরিস্থিতি অনুন্নত থাকায় তারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিশুদ্ধ পানির অভাব, শিক্ষার অভাব ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় নিম্নমানের জীবন যাপন করে আসছে। বাংলাদেশের ১১৬ টি ক্যাম্পের বাসিন্দাদের জীবন যাত্রার মান্নয়নের জন্যে ক্যাম্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন অত্যাবশ্যকীয়। ক্যাম্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হলে ক্যাম্পে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান্নয়ন হবে।

প্রায় দীর্ঘ ৫০ বছরের বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো বাজেটেও উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের জীবনযাত্রার মান্নয়নের জন্য কোনো প্রকার বাজেট বরাদ্দ করা হয়নি। তাই, আসন্ন ২০২৩-২৪ সালের জাতীয় অর্থ বছরের বাজেটে উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর জন্যে বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করে জীবন যাত্রার মান্নয়নে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

প্রস্তাবনা-

- ক্যাম্পসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হলে ক্যাম্পে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, একটি মানসম্মত স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ব্যবস্থা হবে, শিক্ষার দিক থেকে উন্নত হবে এবং দীর্ঘদিনের আবাসস্থলের সমস্যার অবসান ঘটবে।
- সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, গর্ভকালীন ভাতা, বিধবা ভাতাসহ অন্যান্য সরকারি ভাতার তালিকায় তাদের নাম অর্ন্তভুক্ত করার সুযোগ প্রদান করবেন।
- যে কোনো একটি ক্যাম্পকে মডেল হিসেবে ধরে পাইলট প্রকল্পের অধীনে উক্ত ক্যাম্পের পুন:বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে পাইলট প্রকল্পের অধীনে ভবিষ্যতে সকল ক্যাম্পসমূহের পুন:বাসন নিশ্চিত হয়।

অতএব, বিনীত নিবেদন আপনি, আসন্ন ২০২৩-২৪ সালের জাতীয় অর্থ বছরের বাজেটে ক্যাম্পে বসবাসকারী বিহারী উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর জন্যে বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই জনগোষ্ঠীকে জনাকীর্ণ জীবন থেকে উন্নত জীবনের দিকে ধাবিত করার ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন। আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।

আপনার বিশ্বস্ত

খালিদ হোসেন
প্রধান নির্বাহী
কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ

COUNCIL OF MINORITIES COM Mohammadpur

1/7, Block-F, Aziz Moholla, Mohammadpur, Dhaka-1207
Cell: 01911-479073 www.com-bd.org/ Email khalid.aygusc@gmail.com

ন্যাশনাল সেমিনার অন রিহ্যাবিলিটিশান রোড ম্যাপ অফ দ্যা উর্দুস্পিকিং বাংলাদেশীস-২০২৩

(অক্টোবর ৩০, ২০২৩)

বাংলাদেশে বসবাসকারী উর্দুভাষী বাংলাদেশীদের পুর্নবাসন প্রক্রিয়ার রোড ম্যাপ নির্ধারনের জন্যে গত ৩০শে অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে আগারগাঁও অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-এ " **ন্যাশনাল সেমিনার অন রিহ্যাবিলিটিশান রোড ম্যাপ অফ দ্যা উর্দুস্পিকিং বাংলাদেশীস-২০২৩** " শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে হতে আগত বাসিন্দাদের সাথে উপস্থিত অতিথিরা তাদের মতবিনিময় করেন যাতে আরো দৃড় পুর্নবাসন প্রক্রিয়ার কাজ তরান্বিত করা যায়। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন এর ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট এ্যাডভোকাট সুলতানা কামাল, Research Initiatives Bangladesh-এর নির্বাহী পরিচালক মেঘনা গুহঠাকুরতা, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্মের সভাপতি আসিফ মুনীর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসোসিয়েট প্রফেসসর মাহমুদ উল্লাহ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসোসিয়েট প্রফেসসর ডঃ ফরহাদুর রেজা, UNRCO- এর জাহিদ হোসেন, জার্মান এম্যাবাসি হতে সর্নীলা কবির সহ প্রমুখ।

ওয়ার্কশপ অন এ্যাডভোকেসি, স্ট্রাটিজি এন্ড এ্যাডভোকেসি রোড ম্যাপ-২০২৩

(অক্টোবর ৩১, ২০২৩)

অক্টোবর ৩১, ২০২৩ তারিখে দিন ব্যাপী ওয়ার্কশপ অন এ্যাডভোকেসি, স্ট্রাটিজি এন্ড এ্যাডভোকেসি রোড ম্যাপ-২০২৩ আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়ার্কশপ-এ বাংলাদেশের ঢাকা, সৈয়দপুর, বগুড়া, চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ ও আদমজী হতে ২২ জন ক্যাম্পে বসবাসকারী যুবক-যুবতী অংশগ্রহন করে। দিন ব্যাপী ওয়ার্কশপ -এ তাদেরকে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ভাবে এ্যাডভোকসি করার কৌশল, মেমোরেন্ডাম ও প্রেস রিসিল লেখার কৌশল, RTI-সম্পর্কে আলোচনা এবং জাতীয় পর্যায়ে পুর্নবাসের জন্যে কিভাবে এ্যাডভোকেসি আরো তরান্বিত করা যায় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করেন ফাহমিদা করিম এবং এ্যাডভোকেট খালিদ হোসেন।

কন্সালটেন্সি অন ন্যাশনাল বাজেট ২০২৪-২৩ এন্ড ইনক্লুশান অফ বিহারী উর্দুস্পিকিং বাংলাদেশীস -২০২৩
(ডিসেম্বর ২৭, ২০২৩)

কাউন্সিল অব মাইনোরিটিজ বিগত ২৭শে ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে আগারগাঁও অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-এ আগামী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে উর্দূভাষী বাংলাদেশীদের জন্যে বাজেটে অর্থ বরাদ্দকরণ সম্পর্কে "কন্সালটেন্সি অন ন্যাশনাল বাজেট ২০২৪-২৩ এন্ড ইনক্লুশান অফ বিহারী উর্দুস্পিকিং বাংলাদেশীস -২০২৩" শীর্ষক একটি আলোচনা সভা আয়োজন করে। উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Safety and Rights Bangladesh-এর প্রধান নির্বাহী সিকান্দার আলী মিনা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর প্রফেসসর ডঃ কাজী মারুফুল ইসলাম এবং লেখক ও গবেষক পার্সা সানজানা সাজিদ। সেমিনারে উর্দূভাষী বাংলাদেশীদের আগামী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে কিভাবে অর্ন্তভুক্ত করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

“We are extricating ourselves from a system that insulted our common humanity by dividing us from one another on the basis of race and setting us against each other as oppressed and oppressor. That system committed a crime against humanity.”

-*Nelson* Mandela

COUNCIL OF MINORITIES

১/৭, ব্লক-এফ, ১/৭, আজিজ মহল্লা, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল নং : ০১৯১১-৪৭৯০৭৩
ই-মেইলঃ **khalid.aygusc@gmail.com**, ওয়েবঃ **www.com-bd.org**